আনন্দসূত্রম

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আনন্দসূত্রম

© আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

যোগাযোগের অফিস : ৫২৭ ভি.আই.পি. নগর , কলিকাতা - ৭০০১০০

রেজিঃ অফিস: আনন্দনগর, পোঃ-বাগলতা, জেলা- পুরুলিয়া

প্রকাশক : আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত (কেন্দীয় প্রকাশন সচিব) আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ , কলিকাতা -৭০০১০০

প্রথম সংস্করণঃ —১৮ ই জুন, ১৯৬২(জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা)

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কন:—কোজাগরী পূর্ণিমা ১৯৭০

তৃতীয় মুদ্রাঙ্কন : —আনন্দ - পূর্ণিমা , ১৯৯৫

চতুর্থ মুদ্রাঙ্কন : —১ লা জানুয়ারী , ২০০৭

মুদ্রাকর:আচার্য অভিব্রতানন্দ অবধূত, আনন্দ প্রিন্টার্স ৩/১সি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪

ISBN 81-7252-224-4

মূল্য : পনর টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : প্রভাত লাইব্রেরী ৬১ , মহাত্মা গান্ধী রোড , কলিকাতা -৭০০০০৯

চরম নির্দেশ

" যে দু'ৰেলা নিয়মিতরূপে সাধনা করে , মৃত্যুকালে পরমপুরুষের কথা তার মনে জাগৰেই জাগৰে ও মুক্তি সে পাৰেই পাৰে । তাই প্রতিটি আনন্দমার্গীকে দু'ৰেলা সাধনা করতেই হবে – ইহাই পরম পুরুষের নির্দেশ। যম-নিয়ম ব্যতিরেকে সাধনা হয় না । তাই যম -নিয়ম মানাও পরম পুরুষেরই নির্দেশ । এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ হ'ল কোটি কোটি বৎসর পশুজীবনের ক্লেশে দগ্ধ হওয়া । কোন মানুষকেই যাতে সেই ক্লেশে দগ্ধ হতে না হয় , সবাই যাতে পরম পুরুষের স্নেহচ্ছায়ায় এসে শাশ্বতী শান্তি লাভ করে, তজ্জন্য সকল মানুষকে আনন্দমার্গের কল্যাণের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা প্রতিটি আনন্দমার্গীর অবশ্য করণীয়। অন্যকে সৎপথের নির্দেশনা দেওয়া সাধনারই অঙ্গ।"

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা

বিভিন্ন ভাষার উচ্চারণ যথার্থ ভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ও দ্রুত - লিখনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রোমান্ সংস্কৃত বর্ণমালা প্রবর্তিত হল :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ka	kha	ga	gha	uṇa	ca	cha	ja	jha	iṇa

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
ta	tha	da	dha	ṇa	ta	tha	da	dha	na

প	ফ	ব	ভ	ম
প	ফ	ব	ভ	ম

Pa pha ba bha ma

য র ল ব

य र ल व

ya ra la va

শ ষ স হ ক্ষ

श ष स ह क्ष

sha śa sa ha kśa

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato'haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n

ń ṋ o p r s ś t t́ u ú v y

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচারিত রোমকলিপির মাত্র ২৯ টি অক্ষরেই সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে

যুক্তাক্ষরেরও ঝামেলা নেই। আরবী, ফারসী ও অন্যান্য কোন কোন ভাষার f , q , qh , z প্রভৃতি অক্ষরগুলোর প্রয়োজন আছে , সংস্কৃতের নেই।

শব্দের মধ্যে বা শেষে ' ড ' ও ঢ ' থাকলে যথাক্রমে ড় ওঢ় রূপে উচ্চারিত হয়, ' য় ' - এর মত তারাও কোন স্বতন্ত্র বর্ণ নয়। প্রয়োজন বোধে ও অসংস্কৃত শব্দ লিখবার জন্যে ŕ ও ŕha ব্যবহার করা যেতে পারে।

অসংস্কৃত শব্দ লিখবার প্রয়োজনে সংযোজিত আরো দশটি বর্ণ

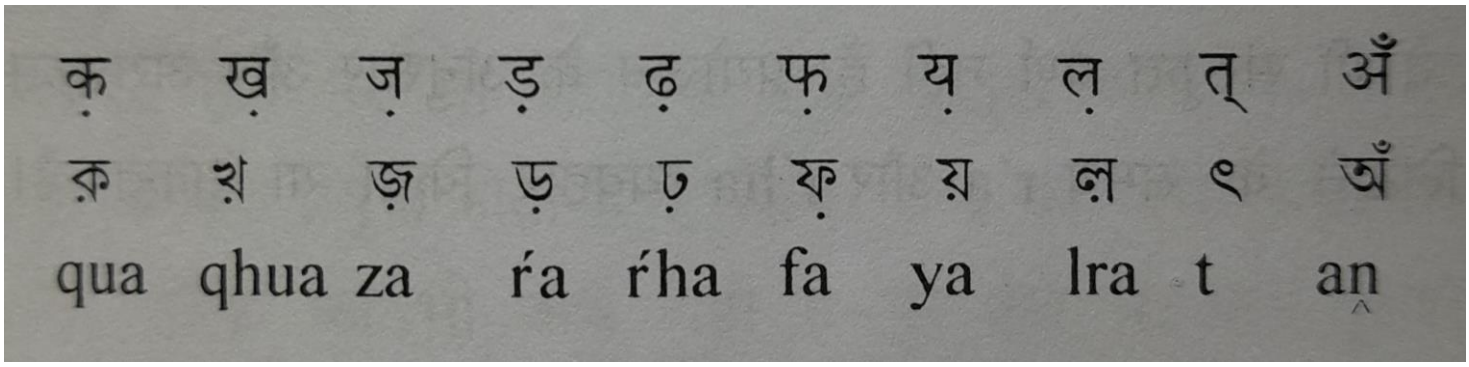

क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ऌ	त्	अँ
क़	ख़	ज़	ड़	ढ़	फ़	य़	ऌ	ৎ	অঁ
qua	qhua	za	ŕa	ŕha	fa	ya	lra	t	aṉ

সূচীপত্র

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9

1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16

1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23

1/24 1/25 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13

2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20

2/21 2/22 2/23 2/24 3/1 3/2 3/3

3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10

3/11 3/12 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6

4/7 4/8 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6

5/7 5/8 5/9 5/10

5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

১/১ শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম ।

Shivashaktyátmakam ' Brahma

. ভাবার্থ : —শিব ও শক্তি উভয়ের সামবায়িক নাম ব্রহ্ম । এক খণ্ড কাগজের মধ্যে থেকে যাচ্ছে দু'টো পিঠ । কিন্তু যুক্তি – তর্কের খাতিরে তারা দু'টো হ'লেও কাগজখণ্ডের সত্তা থেকে তারা কেউই কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না । কাগজের একটা পিঠকে সরিয়ে দিলে আরেকটা পিঠের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় । ব্রাহ্মীসত্তায় পুরুষ – প্রকৃতির সম্বন্ধটা ঠিক এই ধরণেরই । তারা একে অন্যকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে না । তাই বলা হয় , তারা একে অন্যের অবিনাভাবী ।

' শিব ' বা ' পুরুষ ' দার্শনিক শব্দ হিসেবে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হলেও লৌকিক ক্ষেত্রে এতদর্থে ' আত্মা ' শব্দটিরই অধিক ব্যবহার দেখা যায় । ' শিব ' শব্দের অর্থ সাক্ষীচৈতন্য । পুরুষের অর্থও তা ই — ' পুরে শেতে যঃ সঃ পুরুষঃ ' অর্থাৎ প্রতিটি সত্তার মধ্যে যে সাক্ষীৰোধ শায়িত

অবস্থায় রয়েছে সে – ই পুরুষ । আর ‘ আত্মা ’ শব্দের অর্থ যা সর্বপ্রতিসংবেদী ।

শারীর – বোধের প্রতিসংবেদন হয়ে থাকে মানসপটে অর্থাৎ শরীরের জড় তরঙ্গগুলি মানসপটে আহত হবার পরে তার যে প্রতিফলন হয়ে থাকে তার ফলে মানস ভূমিতে জেগে থাকে শরীরের ৰোধ । ঠিক তেমনি প্রতিটি জড় বস্তুরই তরঙ্গ যখন যার মানস পটে আহত হয় ও তার ফলে প্রতিফলন উৎপন্ন হয় তখনই সেই মানস পটে সেই জড় বস্তুর ৰোধ জন্মে থাকে । অনুরূপ ভাবে মানস তরঙ্গ আহত হয় আত্মিক সত্তায় ও তার ফলে জাগে সেই মানস তরঙ্গের প্রতিফলন (reflection) ও আত্মার সঙ্গে জীবের জাগে এক অবিচ্ছিন্নতাবোধ । মানস তরঙ্গকে অর্থাৎ ভাবনাকে দার্শনিক ভাষায় যদি বলা হয় সংবেদন তা হলে আত্মিক পটে মানস তরঙ্গের প্রতিফলনকে বলতে হয় প্রতিসংবেদন , আর তাই আত্মিক পট সম্বন্ধে বলতে হয় যে তা ’ মনের প্রতিসংবেদী । জগতে সকল বস্তুর — স্থূল , সূক্ষ্ম বা কারণ — অবস্থিতি মানস তরঙ্গে বা সংবেদনে তাই সম্পূর্ণ যুক্তি – যুক্তভাবেই বলা যেতে পারে যে আত্মা হচ্ছে সর্ব প্রতিসংবেদী । এই সর্ব – প্রতিসংবেদী আত্মা আছে বলেই জগতের সব কিছুর অস্তিত্ব — তা সে পরোক্ষ – অপরোক্ষ , ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যা – ই হোক না কেন — তত্ত্বগত ভাবে সিদ্ধ ও স্বীকৃত হয়ে চলেছে

। আত্মা না থাকলে সব কিছুরই অস্তিত্ব বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত ।

সূচীপত্র

১/২ শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ ।

Shaktih sá shivasya shaktih .

ভাবার্থ : –প্রতিটি জিনিসেরই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ রয়েছে ; তা ছাড়া নিমিত্তের সঙ্গে উপাদানের সংযোগস্থাপক ক্রিয়াভাবও রয়েছে । এই ক্রিয়াভাবের মাত্রার ওপরেই নিমিত্তের সঙ্গে উপাদানের সম্পর্কের দৃঢ়তা বা শিথিলতা নির্ধারিত হয়ে থাকে । সৃষ্টি – বিকাশে পুরুষতত্ত্ব উপাদান কারণ , প্রকৃতিতত্ত্ব নিমিত্তের সঙ্গে উপাদানের সম্পর্কস্থাপিকা শক্তি , আর নিমিত্ত কারণ হিসেবে মুখ্য ভাব পুরুষের , গৌণ ভাব প্রকৃতির ।

পুরুষ একটি সর্বানুস্যূত সত্তা , আর তাই সে ছাড়া আর কেউই উপাদান কারণ হিসেবে সিদ্ধ হতে পারে না । প্রকৃতিতত্ত্ব সর্বানুস্যূতা না হওয়ায় পুরুষের আশ্রিতা । পুরুষ নিজ দেহে তাকে (প্রকৃতিকে) যতটুকু কাজ করবার

সুযোগ দিয়েছে সে কেবল ততটুকুই কাজ করে যেতে পারে , আর তাই সৃষ্টি বিজ্ঞানে কারকসত্তা হিসেবে পুরুষকেই বলব মুখ্য নিমিত্ত কারণ । আর যেহেতু প্রকৃতি পুরুষ প্রদত্ত অধিকারটুকুই ব্যবহার করে কারক রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করছে সেইহেতু সে গৌণা নিমিত্ত কারণ । এই নিমিত্ত কারণের দ্বারা উপাদান কারণে যে বিকৃতি বা অভিব্যক্তি হয়ে চলেছে — যাকে আমরা জাগতিক বিকাশ বলে থাকি — তা ’ প্রাকৃত গুণত্রয়ের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে । এই কারণে প্রকৃতি নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের সম্পর্ক - স্থাপিকা শক্তি । প্রাকৃত প্রভাবের অল্পতা বা অধিকতার ওপরে তাই বস্তুদেহের দৃঢ়তা বা শিথিলতা ষোল আনা নির্ভর করে ।

সর্ব ক্ষেত্রেই পুরুষের ভূমিকা মুখ্য । পুরুষ প্রকৃতিকে যতটুকু কাজ করবার অধিকার দিয়েছে বা দেয় প্রকৃতি তখন ততটুকুই কাজ করে বা করে থাকে । সৃষ্টির বিকাশধারায় পুরুষ দেয় তাকে কাজ করবার অধিকার , প্রকৃতি করে যায় কাজ । গুণত্রয়ের বন্ধনে সূক্ষ্ম পুরুষ ক্রমশঃ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হতে থাকে । স্থূলত্বের চরমাবস্থায় পুরুষ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে দিতে থাকে প্রকৃতির পূর্বপ্রদত্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা , আর তাই স্থূল পুরুষ ক্রমশঃ সূক্ষ্মত্ব অর্জন করতে করতে চরমাবস্থায় নিজের স্বভাবে ফিরে আসে । প্রাকৃত ৰন্ধনে পুরুষদেহের যে বিকাশধারা দার্শনিক বিচারে তাকেই বলি ‘

সঞ্চর ’ , আর বন্ধনের ক্রমবর্ধমান শিথিলতায় পুরুষদেহে যে ক্রমিক মুক্তির ভাব আসতে থাকে তাকে বলি ‘ প্রতিসঞ্চর ’ । স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে , প্রাপ্ত অধিকারের সদ্ব্যবহারে প্রকৃতি স্বাধীনা হলেও অধিকার পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে পুরুষ বা চিতিশক্তির ওপরে , আর তাই বলতে হয় , প্রকৃতি পুরুষেরই প্রকৃতি — শক্তিঃ সা শিবস্য শক্তিঃ ।

সূচীপত্র

১/৩ তয়োঃ সিদ্ধিঃ সঞ্চরে প্রতিসঞ্চরে চ ।

Tayoh siddhih sain'care pratisain'care ca.

ভাবার্থ : —যে কোন সত্তারই অস্তিত্ব তার কর্মধারায় , ভাবনাধারায় অথবা সাক্ষিত্বে নিষ্পন্ন হয় । সাক্ষিত্বভাব পুরুষের ও অস্তিত্বজ্ঞাপক আর দু’টি ভাব মূলতঃ প্রকৃতির । তাই কর্মধারা বা ভাবনাধারার হেতুভূত সত্তা হিসেবে প্রকৃতির সত্তা সিদ্ধ হবে তখনই যখন সে নিজেকে বিষয়ভাবের সঙ্গে এক করে ফেলবে । প্রকৃতির এই বিষয়ভাব গ্রহণ পুরুষের ওপর তার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে অর্থাৎ সঞ্চর ক্রিয়ায় অথবা ক্রমহ্রস্বমান প্রভাবে অর্থাৎ প্রতিসঞ্চর ক্রিয়ায় নিষ্পন্ন হয় । এই সঞ্চর বা প্রতিসঞ্চর ক্রিয়াতেই প্রকৃতির প্রকাশ । প্রকৃতির

এই প্রকাশে উপাদান কারণ হিসেবে পুরুষ তো থাকেই , তা ' ছাড়া সর্বাবস্থায় সাক্ষিত্ব পুরুষের ।

সূচীপত্র

১/৪ পরমশিবঃ পুরুষোত্তমঃ বিশ্বস্য কেন্দ্রম্ ।

Paramashivah purus'ottamah vishvasya kendram .

ভাবার্থ ঃ — ত্রিগুণাত্মিকা প্রাকৃত শক্তি মূল পুরুষভাবকে নিজের বন্ধনী - শক্তির দ্বারা আপাতঃদৃষ্টিতে জড়ত্বে পর্যবসিত করে চলেছে , এটা তার ক্রিয়ার একটি ধারা । অপর ধারাটি হচ্ছে , সেই জড়ের ওপর থেকে গুণত্রয়ের প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল করে দিয়ে পুরুষের স্ব ভাবে এসে সে ৰন্ধনক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছে । প্রাকৃত শক্তির প্রথমোক্ত ধারাটি কেন্দ্রাতিগা (centrifugal) ও অপরাধটি কেন্দ্রানুগা (centripetal) । এই কেন্দ্রাতিগা ও কেন্দ্রানুগার সাহচর্যেই ব্যক্ত হচ্ছে ব্রহ্মচক্র বা সৃষ্টিচক্র । এই ব্রহ্মচক্রের প্রাণকেন্দ্র বা nucleus যা তা পুরুষের স্ব - ভাব । সমগ্র ব্রহ্মচক্রটির উপাদান পুরুষ বা শিব (consciousness) , আর তার এই প্রাণকেন্দ্রটিকে বলব পরম শিব বা পুরুষোত্তম।

সূচীপত্র

১/৫ প্রবৃত্তিমুখী সঞ্চরঃ গুণধারায়াম্ ।

Pravrttimukhii sain carah gunadhárayám .

ভাবার্থ : –ব্রহ্মচক্রের প্রাণকেন্দ্র থেকে প্রাকৃত প্রভাবে পুরুষের যে জড়াভিমুখী ব্যক্তি তারই নাম প্রবৃত্তি (extrovertial phase) । সাক্ষীস্বরূপ পুরুষোত্তমে প্রাকৃত শক্তির যে প্রথম সম্পাত তার ফলে তাতে জাগছে অস্তিত্ববোধ । এই অস্তিত্ববোধকে দার্শনিক ভাষায় বলা হয় মহত্তত্ত্ব । যে প্রাকৃত শক্তি সম্পাতে এই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব তাকে বলা হয় প্রকৃতির সত্ত্বগুণ (sentient principle) । ‘ গুণ ’ অর্থে বন্ধনরজ্জু (binding principle) । মহত্তত্ত্বের ওপর প্রাকৃতিক ধারাপ্রবাহে প্রাকৃত শক্তির দ্বিতীয় সম্পাতে উদ্ভূত হয় কর্তৃত্ববোধ , স্বামিত্ববোধ । পুরুষের এই পরিবর্ত্তিত অভিব্যক্তিকে বলা হয় অহংতত্ত্ব (door ।) , আর যে সম্পাতে এর উদ্ভব হয় তাকে বলা হয় রজোগুণ (mutative principle) । প্রাকৃত শক্তির ক্রমিক ধারাপ্রবাহে অধিকতর শক্তিসম্পাতে পরিশেষে উদ্ভূত হয় বিষয় ভাব বা পুরুষের চরম স্থূলত্বপ্রাপ্তি (the crudest objective counterpart of the subjective cosmos) । পুরুষের এই অবস্থাকে বলা হয় চিত্ত (mindstuff) । যে শক্তিসম্পাতের ফলে এর উদ্ভব প্রকৃতির সেই শক্তিকে বলি

তমোগুণ (static principle) , অর্থাৎ একই পুরুষ থেকে প্রবৃত্তির মুখে ক্রমিক গুণধারায় সঞ্চরক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে থাকে ।

সূচীপত্র

১/৬ নিবৃত্তিমুখী প্রতিসঞ্চরঃ গুণাবক্ষয়েণ ।

Nivrttimukhii pratisaincarah guridvaks ayerna .

ভাবার্থ ঃ — বৃত্তির বৃদ্ধি প্রবৃত্তি , বৃত্তির হ্রাসপ্রাপ্তি নিবৃত্তি । সঞ্চরধারায় পুরুষে প্রাকৃত প্রভাবে বৃত্তির চরম ব্যক্তীকরণ হ'য়ে থাকে । তমোগুণী প্রকৃতির প্রভাবে পুরুষদেহে যে চিত্তসত্তার উদ্ভব হয় তা জীবাত্মার কাছে যখন অনুভব্য বা বেদনীয় রূপে গৃহীত হয় তখন পঞ্চ মহাভূত , দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র রূপে প্রতীয়মান হয় । গুণধারায় চরম অবস্থা যখন আসে , তারপর শুরু হয় গুণের অবক্ষয়ের অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির অধিকার সঙ্কুচিত করতে থাকে । এর ফলে প্রকৃতি পুরুষের আকর্ষণে বিশ্বকেন্দ্র পুরুষোত্তমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে । এরই ফলে ক্রমশঃ জড় পঞ্চ মহাভূত জীবদেহে , জীবপ্রাণে জীবমনে রূপান্তরিত (metamorphosed) হতে

থাকে । গুণাবক্ষয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত জীবমানস পুরুষোত্তমে লীন হয় । জীব মানস তার মূল কারণে লীন হয় বলে প্রতিসঞ্চরের চরমাবস্থা গুণবর্জিত অবস্থা । একে বলা যেতে পারে ব্যষ্টিজীবনের প্রলয় ।

সূচীপত্র

১/৭ দৃক্ পুরুষঃ দর্শনং শক্তিশ্চ ।

Drk puruśah darshanam ' shaktishca .

ভাবার্থ :—ক্রিয়াভাৰ দর্শন , সাক্ষীভাব দৃক্ । দৃকের অনস্তিত্বে দর্শন অসিদ্ধ । মনন , বচন , চরণ , গ্রহণ এগুলি ক্রিয়াভাবের মধ্যে পড়ে । এই ক্রিয়াভাবগুলির অস্তিত্ব যে সাক্ষিত্বে নিষ্পন্ন হচ্ছে সেই দৃভাবই পুরুষ , আর তার আশ্রয়ে যে ক্রিয়াভাবের অভিব্যক্তি তা ই প্রাকৃত গুণসম্পন্ন । জড়তরঙ্গের ব্যক্তীকরণকে যদি বলি ক্রিয়াভাব সেক্ষেত্রে তার আপাতঃ সাক্ষী চৈত্তিক সত্তা ; চৈত্তিক স্ফূরণকে যদি বলি ক্রিয়াভাব তবে তার আপাতঃ সাক্ষী অহংতত্ত্ব (ego) ; অহং এর বিকাশকে যদি বলি ক্রিয়াভাব তাহলে তার আপাতঃ সাক্ষী মহত্তত্ত্ব ; আমি – র অস্তিত্ববোধকে বা মহৎকে যদি বলি ক্রিয়া ভাব তবে তার সাক্ষীভাব অর্থাৎ ' আমি জানি আমি আছি ' ভাবটি চরম সাক্ষী রূপে গ্রহণীয় । এই ‘

আমি জানি ’ কারো আপাতঃ সাক্ষী নয় , সর্বাবস্থায় সব কিছুর পরম সাক্ষী । সুতরাং বিশুষ্ক বিচারে এই ভাবটিই দৃক্ পর্যায়ভুক্ত , এটিই পুরুষের বিষয়যুক্ত স্ব – ভার (atrributed consciousness) | *

সূচীপত্র

১/৮ গুণৰন্ধনেন গুণাভিব্যক্তিঃ ।

Gunabandhanena gunábhivyaktih .

ভাবার্থ : —গুণের অর্থ বন্ধনরজ্জু । কোন বস্তুর ওপর ৰন্ধন যত দৃঢ় হয় বস্তু ততই স্থূলত্বপ্রাপ্ত হতে থাকে । পুরুষ প্রদত্ত স্বাধীনতায় প্রকৃতি যখন পুরুষকে ৰন্ধন করে তখন ক্রমবর্ধমান গুণৰন্ধনে চেতন পুরুষ মহত্তত্ব , অহংতত্ব , চিত্ত প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে আর তারপর চৈত্তিক সত্তায় অধিকতর তমোগুণের বন্ধনে উদ্ভব হয় আকাশতত্ত্বের , ততোঽধিক ৰন্ধনে মরুত্তত্ত্বের , ততোঽধিক বন্ধনে অগ্নিতত্ত্বের , ততোঽধিক ৰন্ধনে জলতত্ত্বের ও বন্ধনের চরমাবস্থায় ক্ষিতিতত্ত্বের । এই ক্ষিতিতত্ত্বেও রয়েছে বন্ধনের মাত্রাভেদ । ৰন্ধনের দৃঢ়তায় ভূত দেহে আন্তরাণবিক তথা আন্তঃপারমাণবিক দূরত্ব হ্রাস পেতে থাকে ও তার ফলে জড় দেহে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বেড়ে যেতে থাকে । বাহ্যিক

গুণৰন্ধনের চাপ ও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বস্তুদেহে অধিক থেকে অধিকতর গুণাভিব্যক্তি ঘটাতে থাকে । এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে গুণাভিব্যক্তির অর্থ গুণসামর্থ্যের আধিক্য নয় , গুণপ্রকাশের আধিক্য তথ্য গুণবৈচিত্র্যের আধিক্য । আকাশতত্ত্বে রয়েছে শব্দ বহনের গুণ । যদি ধরি তার পরিমাপ ১০০ , সেক্ষেত্রে অধিকতর তমোগুণের বন্ধনে আকাশতত্ত্ব যখন বায়ুতত্ত্বে রূপান্তরিত হয় তখন তাতে শব্দ বহনের গুণের সঙ্গে স্পর্শগুণও অভিব্যক্ত হয় , কিন্তু গুণসামর্থ্যের বৃদ্ধি না ঘটায় বায়ুতত্ত্বে শব্দবহনের গুণ আকাশতত্ত্বের তুলনায় কমে যায় , কিন্তু শব্দ গুণ ও স্পর্শ গুণের মিলিত পরিমাপ ১০০ – ই থাকে ।

সূচীপত্র

১/৯ গুণাধিক্যে জড়স্ফোটঃ ভূতসাম্যাভাবাৎ ।

Guńádhikye jad'asphot'ah bhutasámyábhávát .

ভাবার্থ : —বস্তুদেহ ক্ষিতিতত্ত্বে রূপান্তরিত হবার পরেও যদি গুণের প্রয়োগ চলতেই থাকে সেক্ষেত্রে ভূত সমূহের সমতা নষ্ট হয়ে গেলে জড়স্ফোট হয়ে থাকে । জড়স্ফোটের ফলে ক্ষিতিতত্ত্ব অত্যধিক অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ নিৰন্ধন চূর্ণ – বিচূর্ণ হয়ে

সূক্ষ্মতর ভূতে অর্থাৎ ক্ষিতি থেকে অপে বা তেজে বা মরুতে বা ব্যোমে সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায় , অর্থাৎ তার গতি হয়ে থাকে ঋণাত্মক সঞ্চরাত্মিকা । তারপর কিন্তু জড়স্ফোর্টের ফলে উদ্ভূত সূক্ষ্মতর ভূতসমূহ সঞ্চরের পথ ধরে চলতে থাকে ।

ক্রমবর্ধমান গুণপ্রবাহে ব্রাহ্মীচিত্তের আকাশভূত ক্রমশঃ মরুতে , মরুৎ ক্রমশঃ তেজে , তেজ ক্রমশঃ অপে ও অপ্ ক্রমশঃ ক্ষিতিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে । এই রূপান্তরণ ক্রিয়া যত বেশী এগিয়ে চলতে থাকে ততই ভূতদেহে গুণবৈচিত্র্য দেখা দেয় ও আয়তনও হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে । আয়তনের হ্রাসপ্রাপ্তির অর্থ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বৃদ্ধি আর তা ঘটে থাকে ৰাহ্যিক গুণপ্রবাহের প্রাবল্য নিন্ধন । অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে বস্তুদেহে বিস্ফোরণ ঘটে ও তা চূর্ণ - বিচূর্ণ হয়ে সূক্ষ্মতর ভূতে রূপান্তরিত হয়ে যায় । গুণাধিক্য নিৰন্ধন এই জড়স্ফোট তখনই ঘটে যখন ক্ষিতিভূতের মাত্রা অন্যান্য ভূতের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের ৰেড়ে যায় । ভূতসমূহের পারস্পরিক মাত্রায় খুব বেশী ন্যূনাধিক্য না থাকলে জড়স্ফোটের পরিবর্তে জীবদেহের উদ্ভব হয়ে থাকে ।

সূচীপত্র

১/১০ গুণপ্রভাবেন ভূতসঙ্ঘর্ষালম্ ।

Gunaprabhávena bhútasaungharśá dbalam .

ভাবার্থ : —বস্তুদেহের ওপরে গুণের বন্ধন যত দৃঢ় হতে থাকে তার অভ্যন্তরেও সংঘর্ষ ৰেড়ে যেতে থাকে তত বেশী । এই যে সংঘর্ষ বা শক্তিচালন একে বলা হয় ‘ ৰল ’ বা ‘ প্রাণ ’ । সকল ভূতেই এই প্রাণের (power) অস্তিত্ব অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে যদিও প্রাণের ব্যক্তীকরণ সর্ব ভূতে সমান ভাবে হয়নি বা হয় না ।

১/১১ দেহকেন্দ্রিকাণি পরিণামভূতানি বলানি প্রাণাঃ।

Dehakendrikáni pariṅámabhútáni baláni práṅáh .

ভাবার্থ : —বহিরান্তরিক শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে বস্তুদেহে যে ৰলের উদ্ভব হয় সেই পরিণামভূত ৰল (resultant force) যদি সেই দেহেরই কোন অংশে নিজের কেন্দ্র খুঁজে পায় সেক্ষেত্রে সেই দেহে ক্রিয়াশীল ৰলসমূহের সমষ্টিকে ‘ প্রাণাঃ ’ বা জীবনীশক্তি (vital energy) বলা হয়ে থাকে । (‘ প্রাণাঃ ’ শব্দটি সংস্কৃতে বহুবচনে ব্যবহৃত হয় কারণ তা প্রকৃতপক্ষে দশ বায়ুর সমষ্টি) ।

১/১২ তীব্রসঙ্ঘর্ষেণ চূর্ণীভূতানি জড়ানি চিত্তাণু মানসধাতুঃ বা ।

Tiivrasaungharsena cúrniibhutáni jad'áni cittánu mánasadhátuh vá .

ভাবার্থ : —যদি বস্তুদেহে ৰলের বিকাশ তীব্র হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বস্তুদেহে অত্যধিক সংঘর্ষের ফলে কিছু পরিমাণ জড় সত্তা চূর্ণ - বিচূর্ণ হয়ে আকাশতন্ত্বের চেয়েও সূক্ষ্ম চিত্তাণু বা মানসধাতুতে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ জড় থেকেই মনের উদ্ভব হয়ে থাকে ।

১/১৩ ব্যষ্টিদেহে চিত্তাণুসমবায়েন চিত্তৰোধঃ ।

Vyáśtidehe cittán'usamaváyena cittabodhah .

ভাবার্থ : —র্যষ্টি জড়দেহে উক্ত জড়দেহের সামগ্রিকতাকে কেন্দ্র করে যে চিত্তাণুপুঞ্জের অবস্থিতি তাদের সামবায়িক ভাবই উক্ত দেহের চিত্তৰোধ । এই চিত্ত জীবমনের বিষয়ভাব (done -I or objective - I) I ব্যষ্টির সকল অনুভূতি — তা ’ দৃষ্ট

শ্রুত যাই হোক না কেন — চিত্তে প্রতিফলিত হয়ে চিত্তকে তদ্ভাবাপন্ন না করা পর্যন্ত অনুপলব্ধই থেকে যায় ।

১/১৪ চিত্তাৎ গুণাবক্ষয়ে রজোগুণপ্রাবল্যে অহম্ ।

Cittát gunávaks'aye rajogun'aprábalye aham .

ভাবার্থ ঃ — পুরুষোত্তমের আকর্ষণে চিত্তধাতু যখন বিদ্যাশক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ এগিয়ে চলে তখন তার ওপর থেকে তমোগুণের প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে ও রজোগুণের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হ'তে থাকে । চিত্তদেহের যে অংশে এই রজোগুণের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয় তাকে বলা হয় অহংতত্ত্ব বা কর্তৃত্বযুক্ত আমি বা স্বামিত্বযুক্ত আমি (doer - I or owner - I) |

১/১৫ সূক্ষ্মাভিমুখিনী গতিরুদয়ে অহং তত্ত্বান্মহৎ ।

Suks mábhimukhinii gatirudaye aham ' tattvánmahat .

ভাবার্থ : — বিদ্যাশক্তির আকর্ষণে ক্রমশঃ অহংতত্ত্বের ওপর থেকে রজোগুণের প্রভাবও খসে পড়তে থাকে ও সত্ত্বগুণের প্রাবল্য সূচিত হতে থাকে । অহংতত্ত্বের যে অংশে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব (pure I feeling) I

সূচীপত্র

১/১৬ চিত্তাৎ অহং প্রাৰল্যে ৰুদ্ধিঃ ।

Cittát aham'prábalye buddhih .

ভাবার্থ : —চিত্তের পরিধির চেয়ে অহং - এর পরিধি বৃহৎ হ'লে সেক্ষেত্রে চিত্তবর্জিত অহং - এর পরিশিষ্টাংশকে ৰুদ্ধি (intellect) বলা হয়ে থাকে ।

১/১৭ অহং তত্ত্বাৎ মহপ্রাৰল্যে ৰোধিঃ ।

Aham'tattvát mahadprábalye bodhih .

ভাবার্থ ঃ — অহংতত্ত্বের চেয়ে মহত্তত্ত্বের আয়তন অধিক হয়ে গেলে মহতের সেই বর্ধিতাংশকে বলা হয় ৰোধি (intuition) ।

১/১৮ মহদহংবর্জিতে অনগ্রসরে জীবদেহে লতাগুল্মে কেবলং চিত্তম্ ।

Mahadaham'varjite anagrasare jiivadehe latágulme kevalam'cittam .

ভাবার্থ : — অনগ্রসর জীবদেহে বা লতা - গুল্মে দেখা যায় যে , হয়তো কেবল চিত্তের বিকাশ হয়েছে কিন্তু মহত্তত্ত্ব বা অহংতত্ত্বের বিকাশ হয় নি ।

১/১৯ মহদ্বর্জিতে অনগ্রসরে জীবদেহে লতা গুল্মে চিত্তযুক্তাহম্ ।

Mahadvarjite anagrasare jiivadehe latágulme cittayuktáham .

ভাবার্থ : — অনগ্রসর জীবদেহে বা লতা - গুল্মে এও হতে পারে যে মহতের বিকাশ ঘটেনি কিন্তু অহং ও চিত্তের বিকাশ ঘটেছে ।

সূচীপত্র

১/২০ প্রাগ্রসরে জীবে লতা - গুল্মে মানুষে মহদহংচিত্তানি ।

Prágrasare jiive latágulme mánus'e mahadaham'cittáni .

ভাবার্থ : — -অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবে , লতা - গুল্মে তথা মানুষে মহত্তত্ত্ব , অহংতত্ত্ব তথা চিত্ত তিনেরই বিকাশ হয়ে থাকে ।

সূচীপত্র

১/২১ ভূমাব্যাপ্তে মহতি অহংচিত্তয়োপ্রণাশে সগুণাস্থিতিঃ সবিকল্পসমাধিঃ বা ।

Bhu'mávyápte mahati aham'cittayorpran'áshe sagun'asthitih savikalpasamádhih vá .

ভাবার্থ : – নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা মহত্তত্ব অর্থাৎ আমিত্ব ৰোধ যখন ভূমার আমিত্বে (macrocosmic I feeling- য়ে) রূপান্তরিত হয় তখন জৈব মনের (microcosmic mind) চিত্ত অহং – য়ে ও অহং মহতে লয়প্রাপ্ত হয় । বস্তু যখন তার কারণে লয়প্রাপ্ত হয় তখন সেই লয়কে প্রলয় বা প্রণাশ বলা হয় । যেহেতু বৃহতের মহৎ থেকে অহং ও অহং থেকে চিত্তের উদ্ভব হয়ে থাকে সেই হেতু প্রতিসঞ্চরাত্মিকা (introvert) ধারায় চিত্ত যখন অহং – য়ে ও অহং মহতে লয়প্রাপ্ত হয় তখন তাকে প্রণাশ বলাই যুক্তিসঙ্গত । চিত্ত ও অহং – য়ের প্রণাশ ও মহতের সর্বব্যাপ্তিত্বের এই অবস্থাই সগুণাস্থিতি বা সবিকল্প সমাধি ।

১/২২ আত্মনি মহদপ্রণাশে নির্গুণাস্থিতিঃ নির্বিকল্পসমাধিঃ বা ।

Átmani mahadpran'áshe nirgun'ásthitih nirvikalpasamádhih vá .

ভাবার্থ ঃ— মহৎকে ভূমা - মহতে পর্যবসিত করার সাধনা না করে আমিত্ব - ৰোধকে চিতিশক্তিতে লীন করে মহতের যে প্রলীনাবস্থা তাকে বলা হয় নির্গুণাস্থিতি বা নির্বিকল্প সমাধি । গুণরাহিত্যনিৰন্ধন এই অবস্থাকে নির্গুণাস্থিতি বলা হয়ে থাকে । এই অবস্থা কেমন তা মুখে বলা যায় না কারণ—

১/২৩ তস্য স্থিতিঃ অমানসিকেষ ।

Tasva sthitih amánasikes'u .

ভাবার্থ :— মনের অতীতাবস্থাতেই এই নির্গুণাস্থিতি , তাই মনের অনুভব্য এ নয় ।

সূচীপত্র

১/২৪ অভাবোত্তরানন্দ প্রত্যয়ালম্বনীবৃত্তিঃ তস্য প্রমাণম্ ।

Abhávottaránanda pratyayálambaniirvrttih tasya pramán'am –

ভাবার্থ : – জাগ্রদবস্থায় স্থূল , সূক্ষ্ম ও কারণ (unconscious , sub - conscious and conscious) মনের এই তিনটি স্তরই ক্রিয়াশীল থাকে , কিন্তু জড়তর অবস্থার ক্রিয়াশীলতায় সূক্ষ্মতর অবস্থা অপ্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় । স্বপ্নদর্শনকালে স্থূল মন নিরুদ্ধাবস্থায় থাকে , সূক্ষ্ম ও কারণ মন ক্রিয়াশীল থাকে । নিদ্রিতাবস্থায় ক্রিয়াশীল থাকে কেবল কারণ মন । নিদ্রিতাবস্থা যে একটি অভাব বোধের অবস্থা এ কথা সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য নয় , কেন না সে অবস্থায় কারণ মনের দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম মনের কার্যাদি নির্বাহিত হয় । প্রকৃত অভাবের অবস্থা মনলয়ের অবস্থা , তাই সবিকল্প সমাধিও অভাবের অবস্থা নয় । কেবল নির্বিকল্প অবস্থাই অভাবের অবস্থা । এই চরম অভাবের অবস্থায় যে আত্মিক আনন্দ – তরঙ্গ জৈবী সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয় , অভাবের পরেও অর্থাৎ অভুক্ত সংস্কার নিবন্ধন পুনরায় মনের উদ্দমের পরেও কিছুক্ষণ যাবৎ সেই তরঙ্গের রেশ চলতে থাকে । এই তরঙ্গের রেশই মনযুক্ত সাধককে জানাতে থাকে যে তার মনশূন্য অবস্থা ছিল একটি আনন্দঘন অবস্থা ।

১/২৫ ভাবঃ ভাবাতীতয়োঃ সেতুঃ তারকব্রহ্ম ।

Bhávah Bhávátiitayoh setuh tárakabrahma .

ভাবার্থ : —ভাবযুক্ত ও ভাবাতীত নির্গুণের যে সেতুস্থাপক সাধারণ বিন্দু তারই নাম তারক ব্রহ্ম । মহাসম্ভূতিতে তারকব্রহ্ম সগুণ রূপে প্রতিভাত হন ।

সূচীপত্র

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

২/১ অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্ ।

Anukrilavedaniiyam sukham

ভাবার্থ : —যার সংস্কার যে ধরণের মানস তরঙ্গের প্রসুপ্ত রূপ সে যদি জড় বস্তু থেকে অথবা কোন মানস সত্তা থেকে তদনুরূপ তরঙ্গ পায় তবে তার পক্ষে সেই তরঙ্গকে অনুকূল বেদনীয় বলা যায় । এই অনুকূলবেদনীয় তরঙ্গের সংস্পর্শে আসাকেই সুখবোধ বলা হয়ে থাকে ।

২/২ সুখানুরক্তিঃ পরমা জৈবীবৃত্তিঃ ।

Sukhánuraktih paramá iaeviivrttih .

ভাবার্থ : —জীবমাত্রই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় , আর এই বেঁচে থাকার ভাবটা একটা মানস ভাব । সুখের অভাবে তার সত্তাৰোধ বিপন্ন হয়ে পড়ে , তাই সুখের অভাবকে সে চায় না— সুখের ব্যপ্তিকে সে চায় নিজের পরম আশ্রয় রূপে ।

সূচীপত্র

২/৩ সুখমনন্তমানন্দম্ ।

Sukhamanantamánandam .

ভাবার্থ : — কোন জীবই অল্পে সন্তুষ্ট নয় , মানুষ তো নয়ই । তাই অল্প সুখে কারো মন ভরে না , সে চায় অনন্ত সুখ । এই অনন্ত সুখ বস্তুতঃপক্ষে সুখ ও দুঃখের একটি অতীত অবস্থা , কারণ যে সুখৰোধ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে উপলভ্য , সুখের অনন্তত্বে পর্যবসনে তা ইন্দ্রিয়বৃত্তির আওতার বাইরে চলে যায় । এই অনন্ত সুখের নামই আনন্দ ।

২/৪ আনন্দং ব্রহ্ম ইত্যাহুঃ ।

Ánandam ' brahma ityáhuh .

ভাবার্থ : —অনন্ত বস্তু অনেক নয় — একটিই । অনন্তত্বে অনেকত্ব থাকতে পারে না । সেই এক আনন্দঘন সত্তার নামই ব্রহ্ম যিনি শিব শক্ত্যাত্মক ।

সূচীপত্র

২/৫ তস্মিন্নুপলব্ধে পরমা তৃষ্ণানিবৃত্তিঃ ।

Tasminnupalabdhe paramá trs ' nánivrittih

ভাবার্থ : –জীবের মধ্যে রয়েছে অনন্তত্বের তৃষ্ণা , সান্ত বস্তুতে তার তৃষ্ণা নিবৃত্তি সম্ভব নয় । অনন্ত সত্তা একমাত্র ব্রহ্ম , তাই তাঁর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেই জীবের সর্ব তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়ে থাকে ।

২/৬ বৃহদেষণাপ্রণিধানং চ ধর্মঃ ।

Brhades'aṅápranidhanam'ca dharmah .

ভাবার্থ : —তাই জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক , মানুষ অনন্তত্বের পানে ছুটে চলেছে । মানুষ যখন জ্ঞাতসারে এই বৃহৎকে পাবার চেষ্টা করে ও তজ্জন্য ঈশ্বর প্রণিধান করে তখন তার সেই ভাবের নাম ধর্ম ও সেই প্রচেষ্টার নাম ধর্মসাধনা ।

২/৭ তস্মাদ্ধর্মঃ সদাকার্যঃ ।

Tasmáddharmah sadákáryah .

ভাবার্থ : —সুখ যখন সকলেরই কাম্য ও অনন্তত্বের প্রাপ্তি ব্যতিরেকে যখন সুখভোগেচ্ছা তৃপ্ত হবার নয় আর এই অনন্তকে প্রাপ্তিই যখন ধর্মসাধনা তখন ধর্মসাধনা প্রত্যেক জীবের পক্ষেই অবশ্য করণীয় । অনুন্নত মানসিকতার জন্যে মনুষ্যেতর জীব ধর্মসাধনা করে উঠতে পারে না , কিন্তু মানুষ পারে । তাই যে মানুষ তা করে না সে মনুষ্য পদবাচ্য নয় ।

সূচীপত্র

২/৮ বিষয়ে পুরুষাবভাসঃ জীবাত্মা ।

Vis'aye purus´ávabhásah jiivátmá .

ভাবার্থ : —পারমার্থিক বিচারে আত্মা একই । ব্যক্ত (জীবজন্তু , লতা - গুল্ম) অথবা অব্যক্ত (যেমন মৃত্তিকায় , লৌহতে) যে অবস্থাতেই মন থাকুক না কেন , তার ওপর ও তার বিষয় জড় বস্তুর ওপর সেই আত্মার প্রতিফলন হয়েই চলেছে । মনের ওপর আত্মার যে প্রতিফলন সেই প্রতিফলনকে বলা হয় জীবাত্মা আর সেই রূপ ক্ষেত্রে

প্রতিফলক আত্মাকে বলা হয় পরমাত্মা বা প্রত্যগাত্মা (প্রতীপং বিপরীতং অঞ্চতি বিজানাতি ইতি প্রত্যক্) । এই প্রতিফলিত আত্মা বা জীবাত্মাকে অণুচৈতন্যও বলা যেতে পারে । ঠিক তেমনি পরমাত্মাকে বলতে পারি ভূমাচৈতন্য । অণুর সমষ্টিতেই ভূমা — কথাটা এখানে এক দিক দিয়ে সত্য , কারণ প্রতিটি মানসপট বা জড় সত্তা নিজের সামর্থ্যমত পরমাত্মাকে ধারণ করে চলেছে । তাদের সেই সামর্থ্যের সমষ্টিই ভূমামানসের সামর্থ্য । পরমাত্মা ভূমামানসের জ্ঞাতৃসত্তা , তাই পরমাত্মা ভূমাচৈতন্য ।

সূচীপত্র

২/৯ আত্মনি সত্তাসংস্থিতিঃ ।

Átmani sattásamsthitih .

ভাবার্থ : –জড়ের সত্তা চিত্তাধারে । চিত্তের আধার কর্তৃত্বাভিমানে স্বামিত্বাভিমানে অর্থাৎ অহংতত্ত্বে , কর্তৃত্বাভিমান বা স্বামিত্বাভিমানের আধার অস্তিত্ববোধে (‘ আমি আছি ’ - তে বা মহত্তত্ত্বে) । ‘ আমি আছি ’ এই সত্তা জ্ঞান অর্থাৎ আমি জানি আমি আছি — এই জ্ঞাতৃত্ব না থাকলে ‘ আমি আছি ’ - র বা আমার অস্তিত্ববোধের সত্তাবিপর্যয় দেখা দেয় । তাই সব কিছুর মূলে থেকে যায় ‘ আমি জানি ’ , তারপর দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে থাকে ‘ আমি আছি ’ । এই ‘

আমি জানি ’ – র যে ‘ আমি ’ সে – ই আত্মা , সুতরাং সকল সত্তাৰোধ আত্মার ওপর নির্ভরশীল ।

২/১০ ওতঃপ্রোতঃ যোগাভ্যাং সংযুক্তঃ পুরুষোত্তমঃ ।

Otah protah yogábhyám ' sam yuktah purus ottamah .

ভাবার্থ : –বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষভাবে প্রতি ব্যষ্টি সত্তার সাক্ষী তথা ব্যষ্টি সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত । তাঁর এই সংযুক্ত ভাবকে বলা হয় ওতযোগ । পুরুষোত্তম প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের সমষ্টিসত্তা তথা সমষ্টিমানসেরও সাক্ষী । সমষ্টির সঙ্গে তাঁর এই সংযুক্তিকে বলা হয় প্রোতযোগ অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে যিনি একই সঙ্গে ওতঃ ও প্রোতঃ যোগের দ্বারা নিজের বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত তিনিই পুরুষোত্তম ।

২/১১ মানসাতীতে অনবস্থায়াং জগদ্বীজম্ ।

Mánasátiite anavasthávám ' jagadbiijam .

ভাবার্থ : — সৃষ্ট বস্তু মাত্রই কার্যকারণ তত্ত্ব (cause and effect) মেনে চলে । প্রতিসঞ্চর ধারায় কার্যের কারণ খুঁজতে খুঁজতে আমরা গিয়ে পৌঁছাই পঞ্চ ভূতে । ঠিক তেমনি সঞ্চর ধারায় কার্যের কারণ খুঁজতে খুঁজতে আমরা

গিয়ে পৌঁছাই বৃহতের মহতে । মহতের ঊর্ধ্বে মনের অধিকার না থাকায় মনের পক্ষে তা মানসাতীত অবস্থা । এই মানসাতীত অবস্থায় কার্য – কারণ তত্ত্ব নিরূপণ করা মনের সাধ্যাতীত । এ রূপ করতে গেলে তাতে অনবস্থা দোষ দেখা দেয় অর্থাৎ যে অবস্থায় মনের অস্তিত্ব বিপর্যস্ত সেই অবস্থায় মন আছে এ রূপ মনে করার দোষ দেখা দেয় । তাই সৃষ্টি কখন উৎপন্ন হয়েছিল , কেন উৎপন্ন হয়েছিল এ প্রশ্ন অবান্তর ।

সূচীপত্র

২/১২ সগুণাৎ সৃষ্টিরুৎপত্তিঃ ।

Saguriat srs tirutpattih .

ভাবার্থ ঃ — তবে সৃষ্ট জগৎ যখন গুণাধিগত তখন এ কথা ঠিক যে তার উৎপত্তি সগুণ ব্রহ্মে , নির্গুণে নয় ।

২/১৩ পুরুষদেহে জগদাভাসঃ ।

Purus adehe jagadábhásah .

ভাবার্থ : — জগতের যা কিছুই আছে ব্যক্ত বা অব্যক্ত , সব কিছুই ব্রাহ্মীদেহে আভাসিত — ব্রহ্মের বাইরে কেউ নেই , কিছু নেই— বাইরে নামে কোন জিনিসও নেই ।

২/১৪ ব্রহ্ম সত্যং জগদপি সত্যমাপেক্ষিকম্ ।

Brahma satyam jagadapi satyamápeksikam .

ভাবার্থ :— ব্রহ্ম সত্য অর্থাৎ অপরিণামী কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে ব্রহ্মদেহে যে পরিণাম পরিদৃষ্ট হয়ে চলেছে প্রকৃতির প্রভাবে দেশ কাল – পাত্র ত্রিদণ্ডে (three fundamental relative factors) তাকে মিথ্যে বলতে পারি না , আবার শাশ্বত সত্যও বলতে পারি না । তাকে বলতে পারি আপেক্ষিক সত্য , কারণ দেশ – কাল – পাত্র ত্রিদণ্ডের আপেক্ষিকতার ওপর তার আপাতঃ পরিণাম নির্ভর করছে । ব্যষ্টিসত্তা বা ব্যষ্টিমানসও তার বহমানতার ধারায় এই ত্রিদণ্ডে পরামৃষ্ট , তাই তার সত্তাও আপেক্ষিক । একটি আপেক্ষিক সত্তার নিকট অপর একটি আপেক্ষিক সত্তা পারমার্থিক সত্য রূপে প্রতীয়মান হয় । তাই পরিণামযুক্ত জীবের কাছে পরিণামযুক্ত জগৎ সত্য রূপে প্রতিভাত হয় ।

সূচীপত্র

২/১৫ পুরুষঃ অকর্তা ফলসাক্ষীভূতঃ ভাবকেন্দ্রস্থিতঃ গুণযন্ত্রকশ্চ ।

Purusab akartá phalasáks ' iibbitab bhávakendrasthitah gun'ayantrakashca .

ভাবার্থ : —সর্বসত্তার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিতি পুরুষতত্ত্বের , একথা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের পক্ষেই সত্য । সমষ্টিকেন্দ্রে স্থিত পুরুষই পুরুষোত্তম । পুরুষ অকর্তা কারণ গুণপ্রবাহে বস্তুদেহে যখন ক্রিয়াশক্তি (energy) উদ্ভূত হয় তখন সেই ক্রিয়াশক্তিকে যে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে বলে কর্তা । পুরুষ অকর্তা কারণ এই ধরণের ক্রিয়াশক্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করে না ; বরং যে গুণসমূহের দ্বারা ক্রিয়াশক্তি উদ্ভূত হয় , পুরুষ সেই গুণকেন্দ্রে অবস্থিত থেকেগুণকে নিয়ন্ত্রিত করে । তাই নিয়ন্তা পুরুষ বা পুরুষোত্তম গুণাধীন নয়— গুণাধীশ ।

২/১৬ অকর্ত্রী বিষয়সংযুক্তা ৰুদ্ধিঃ মহদ্বা ।

Akartrii vis'ayasam ' yuktá buddhih mahadvá .

ভাবার্থ ঃ — ৰুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব নিজে কিছু করে না কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে সে সংযুক্ত থাকে ।

২/১৭ অহং কর্তা প্রত্যক্ষফলভোক্তা ।

Aham ' kartá pratyaks'aphalabhoktá .

ভাবার্থ :— অহংতত্ত্বই প্রকৃত পক্ষে কর্মের কর্তা আর কর্মফলও সে – ই ভোগ করে থাকে ।

২/১৮ কর্মফলং চিত্তম্ ।

Karmaphalam ' cittam .

ভাবার্থ :—জীবের চিত্তই কর্মের ফল রূপ গ্রহণ করে ।

২/১৯ বিকৃতচিত্তস্য পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তিফলভোগঃ ।

Vikrtacittasya pu'rvávasthápráptirphalabhogah .

ভাবার্থ :– কর্ম মানেই চিত্তের অবস্থান্তর প্রাপ্তি । এই অবস্থান্তর প্রাপ্তিকে যদি বলি বিকৃতি তা হলে তারপরে চিত্তের পূর্বাবস্থাপ্রাপ্তির যে প্রক্রিয়া তাকে বলব কর্মফল ভোগ ।

সূচীপত্র

২/২০ ন স্বর্গো ন রসাতলঃ ।

Na svargo na rasátalah .

ভাবার্থ : — স্বর্গ বা নরক বলে কোন কিছুই নেই । মানুষ যখন সৎ কর্ম করে বা সৎ কর্মের ফল ভোগ করে তখন তার কাছে তার পরিবেশ স্বর্গ নামে অভিহিত হয় ,

আর যখন কুকর্ম করে বা তার ফল ভোগ করে তখন তার কাছে তার পরিবেশ নরক রূপে প্রতিভাত হয় ।

২/২১ ভূমাচিত্তে সঞ্চরধারায়াং জড়াভাসঃ ।

Bhumácitte sain caradhárayám ' jad'ábhásah .

ভাবার্থ : —ব্রাহ্মী চিত্তের ওপর তমোগুণী প্রকৃতির অধিকতর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হয় আকাশ তত্ত্ব । আকাশ তত্ত্বের ওপর তমোগুণের প্রভাবে সৃষ্ট হয় মরুৎ তত্ত্ব । এই ভাবে মত্তত্ত্ব থেকে তেজস্তত্ত্ব , তেজস্তত্ত্ব থেকে অপ্তত্ত্ব ও অপ্তত্ত্ব থেকে ক্ষিতিতত্ত্বের উদ্ভব হয় । এই আকাশ , মরুৎ , তেজঃ , অপ্ ও ক্ষিতি তত্ত্ব পঞ্চ মহাভূত নামে খ্যাত , কারণ জগতের অন্যান্য ভূত বা সৃষ্ট বস্তু এদের থেকে উৎপন্ন ।

২/২২ ভূতলক্ষণাত্মকং ভূতবাহিতং ভূতসঙ্ঘর্ষস্পন্দনং তন্মাত্রম্ ।

Bhutalaksanátmakam ' bhutaváhitam bhritasaungharía spandanam tanmátram .

ভাবার্থ : —আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ চাপের ফলে ভূতদেহে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তা ’ তরঙ্গাকারে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর

ভূতদেহের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে জীবদেহের বিভিন্ন দ্বারদেশে (ইন্দ্রিয় দ্বারে) উপস্থিত হয় । সেই ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে বিভিন্ন নাড়ীর সাহায্যে অথবা তার অভ্যন্তরে প্রবাহিত রসের সাহায্যে সেই তরঙ্গ মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ ভাবগ্রাহী বিন্দুতে উপনীত হয় । অতঃপর সেই তরঙ্গানুযায়ী চিত্ত স্পন্দন – উৎপাদনকারী বহিঃস্থ ভূতের আকার প্রাপ্ত হয় । ওই ভাবগ্রাহী তরঙ্গ বহিঃস্থ ভূতের শব্দ – স্পর্শ – রূপ – রস অথবা গন্ধের সহিত চিত্তকে সংযুক্ত করে । এই ধরণের তরঙ্গগুলোকে তাই তন্মাত্র নামে অভিহিত করা হয় ।

সূচীপত্র

২/২৩ ভূতং তন্মাত্রেণ পরিচীয়তে ।

Bhutam ' tanmátrena pariciiyate .

ভাবার্থ :— কোন্ বস্তু কোন্ মহাভূতের অন্তর্ভূক্ত তা ’ তৎসৃষ্ট তন্মাত্রের দ্বারা নিরূপিত হয়ে থাকে । আকাশ ভূতে আছে শব্দ তন্মাত্র বহনের সামর্থ্য , মরুতে আছে শব্দ ও স্পর্শ তন্মাত্রের , তেজে আছে শব্দ , স্পর্শ ও রূপের , অপে শব্দ , স্পর্শ , রূপ ও রসের , আর ক্ষিতিতে আছে শব্দ , স্পর্শ , রূপ , রস ও গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্রের বহন– সামর্থ্য ।

কোন্ বস্তু কোন্ ভূতের অন্তর্ভূক্ত তা নির্ধারণ করতে গেলে সর্বাপেক্ষা স্থূল কোন্ তন্মাত্রটিকে সে বহন করতে পারে তার ভিত্তিতে তা করতে হবে । চক্ষু , কর্ণ , নাসিকা , জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ বহিঃস্থ ভূতসমূহ থেকে তন্মাত্র গ্রহণ করা , সংজ্ঞার সাহায্যে বাক্ , পাণি , পাদ , পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের কাজ অভ্যন্তরীণ তন্মাত্রকে বাহিরে উৎসারিত করা ও প্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ বস্তুভাবের সঙ্গে চিত্তভাবকে সংযুক্ত করা তথা লঘুতা , গুরুতা , উষ্ণতা , শীতলতার ৰোধ চিত্তে সৃষ্টি করা ।

২/২৪ দ্বারঃ নাড়ীরসঃ পীঠাত্মকানি ইন্দ্রিয়াণি ।

Dvárah nad'iirasah piithátmakáni indriyáni .

ভাবার্থ : —ইন্দ্রিয়দ্বার অর্থাৎ জীবদেহের যে দ্বারে তন্মাত্র প্রথম বস্তুভাব নিয়ে আসে , নাড়ী বা স্নায়ুতন্তু যা তন্মাত্রের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয় , নাড়ীস্থ রস যা তান্মাত্রিক স্পন্দনে স্ফুরিত হয় ও স্নায়ুকোষের যে বিন্দুতে তন্মাত্র – তরঙ্গ চিত্তে সংযুক্ত হয় এদের সকলকার সামবায়িক নাম ইন্দ্রিয় । অর্থাৎ লৌকিক বিচারে আমরা যাকে চক্ষু বলে থাকি , চক্ষুর পেছনে ক্রিয়াশীল চাক্ষুষী নাড়ী (optical nerve) , চাক্ষুষ পিত্ত (চাক্ষুষ রস– optical fluid) ও

স্নায়ুকোষের চক্ষুবিন্দু বা পীঠ এদের সকলকার মিলিত নাম চক্ষুরিন্দ্রিয় ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

৩/১ পঞ্চকোষাত্মিকা জৈবীসত্তা কদলীপুষ্পবৎ ।

Paincakośátmiká jaeviisattá kadaliipus pavat .

ভাবার্থ : — - প্রতিসঞ্চর ধারায় চিত্ত সৃষ্ট হ'বার পর থেকে ধীরে ধীরে মনের ব্যাপক বিকাশ হ'তে থাকে । এই বিকাশ ধারায় অণুদেহে স্থূলতম কোষ কামময় কোষ , তার চেয়ে সূক্ষ্ম মনোময় কোষ , তার চেয়ে সূক্ষ্ম অতিমানস কোষ , তার চেয়ে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময় ও তার চেয়ে সূক্ষ্ম হচ্ছে হিরন্ময় কোষ । অণুর স্থূল আধার অন্নময় কোষ সঞ্চর ধারার সম্পত্তি । কামময় কোষকে স্থূল মন , মনোময়কে সূক্ষ্ম মন ও অতিমানস , বিজ্ঞানময় ও হিরন্ময় কোষত্রয়কে কারণমনও বলা হয়ে থাকে । স্থূল মনের সাক্ষী পুরষকে ' প্রাজ্ঞ ' , সূক্ষ্ম মনের সাক্ষী পুরুষকে ' তৈজস্ ' ও কারণমনের সাক্ষী পুরুষকে ' বিশ্ব'ও বলা হয়ে থাকে । জৈবী সত্তার স্থূল আধার সঞ্চরস্থিত অন্নময় কোষকে স্থূল দেহ ,

কামময় থেকে হিরন্ময় কোষ পর্যন্ত পাঁচটি কোষকে সূক্ষ্ম দেহ ও মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বকে সামান্য দেহ বলা হয়ে থাকে । কদলী পুষ্পের (মোচার) মত এই কোষগুলির ক্ষেত্রেও স্থূলকে সরিয়ে ফেললে তবে সূক্ষ্মকে ৰোঝা যায় ।

সূচীপত্র

৩/২ সপ্তালোকাত্মকং ব্রহ্মমনঃ ।

Saptalokátmakam brahmamanah.irga)

ভাবার্থ : —ব্রহ্মমন ভূ , ভুবঃ , স্বঃ , জনঃ , তপঃ , সত্য এই সাতটি লোকে বিধৃত । ব্রাহ্মী মহৎ তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব যার সাক্ষী সত্তা শুধু পুরুষোত্তম নামেই খ্যাত তা – ই সত্যলোক । তাকে ব্রহ্মের কারণ দেহও বলা হয়ে থাকে । ব্রহ্মের হিরন্ময় কোষের জ্ঞাতৃ পুরুষকে ‘ বিরাট ’ বা ‘ বৈশ্বানর ’ বলা হয় ও সংশ্লিষ্ট লোককে তত্পলোক বলা হয় । ব্রহ্মের বিজ্ঞানময় কোষের সাক্ষী পুরুষকেও একই নামে অভিহিত করা হয় ও ওই লোককে বলা হয় জনলোক । ব্রহ্মের অতিমানস কোষের সাক্ষী পুরুষকেও ওই একই নামে অভিহিত করা হয় ও ওই লোককে বলা হয় মহলোক । এই তিনটি কোষের মিলিত নাম ব্রহ্মের কারণ মন অথবা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম দেহ । ব্রহ্মের মনোময় কোষকে তাঁর সূক্ষ্ম মন বলা হয়ে থাকে , এর সাক্ষী পুরুষকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ । এও

ব্রহ্মের সূক্ষ্ম দেহের অন্তর্ভুক্ত ও এর সংশ্লিষ্ট লোককে বলা হয় স্বলোক । ব্রহ্মের কামময় কোষকে তাঁর স্থূল মনও বলা হয় , এর সাক্ষী পুরুষকে বলা হয় ঈশ্বর । একে ব্রহ্মের স্থূল দেহও বলা যেতে পারে । ব্যক্তীকরণের সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্ব অনুযায়ী এই কোষ আংশিকভাবে ভুবঃ ও আংশিকভাবে ভূলোক নামে খ্যাত।

৩/৩ কারণমনসি দীর্ঘনিদ্রা মরণম্ ।

Káran amanasi diirghanidrá maranam .

ভাবার্থঃ — জাগ্রদবস্থায় স্থূল – সূক্ষ্ম কারণ তিনটি মনই ক্রিয়াশীল থাকে । স্বপ্নাবস্থায় কেবল স্থূল মন নিদ্রিতাবস্থায় থাকে , বাকি দু'টি মন ক্রিয়াশীল থাকে । নিদ্রিতাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দু'টি মন নিষ্ক্রিয় থাকে , কেবল কারণ মন জেগে থাকে ও সে – ই বাকি দু'টি মনের কাজ করে যায় । শারীর তরঙ্গের সঙ্গে মানস তরঙ্গের সমান্তরলতায়

যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন কারণ মনও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় । এই অবস্থাকেই বলা হয় মৃত্যু ।

সূচীপত্র

৩/৪ মনোবিকৃতিঃ বিপাকাপেক্ষিতা সংস্কারঃ

Manovikrtih vipákápeksitá samískárh .

ভাবার্থ : —সৎ বা অসৎ যে কার্যই করা হোক না কেন তার ফলে এক ধরণের মানসিক বিকৃতি উৎপন্ন হয় । বিপাক অর্থাৎ কর্মফল ভোগের দ্বারা মন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে । যেক্ষেত্রে কর্ম করা হয়েছে কিন্তু ফলভোগ হয়নি অর্থাৎ বিপাক অপেক্ষিত থেকে গেছে সেই অপেক্ষিত বিপাকের নাম সংস্কার (reaction in its potentiality) ।

মৃত্যুকালে কারণ মনে যে ধরণের সংস্কার থেকে যায় বিপাকের দ্বারা সেই ধরণের সংস্কার ভোগের জন্যে প্রকৃতি সেই বিদেহী মনকে বিভিন্ন জীবের গর্ভে সংস্কার অনুযায়ী মানসতরঙ্গের সঙ্গে সমান্তরলতাযুক্ত জৈবী দেহে সংযুক্ত করে দেয় । একে বলি সংশ্লিষ্ট জীবের পুনর্জন্ম লাভ । মানুষ আজীবন যে ধরণের কাজ করে যায় মৃত্যুকালে সাধারণতঃ সে তদনুকূল সংস্কারই অর্জন করে যায় ।

৩/৫ বিদেহী মানসে ন কর্তৃত্বং ন সুখানি ন দুঃখানি ।

Videhiimánase na kartritvam na sukháni na dukháni .

ভাবার্থ ঃ — দেহ থেকে মনের বিকৃতির পর অর্থাৎ মৃত্যুর পরে জীবের মধ্যে সুখ বা দুঃখ ৰোধ থাকতে পারে না কারণ সুখ বা দুঃখ ৰোধের জন্যে স্নায়ুকোষ (মস্তিষ্ক বা nervecell) ও আংশিকভাবে স্নায়ুতন্তুর (nerve - fibre- এর) প্রয়োজন , সুতরাং অনেকে যে বলে থাকে , বিদেহী আত্মা অমুক কার্যে সুখী হবে , অমুক কার্যে দুঃখী হবে অথবা প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করবে , এই কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল ।

৩/৬ অভিভাবনাৎ চিত্তাণুসৃষ্টপ্রেতদর্শনম্ ।

Abhibhávanát cittán ' usrs't'apretadarshanam .

ভাবার্থ : —আসলে ভুত - প্রেত বলে কোন জিনিসই নেই । ভীত , ক্রুদ্ধ অথবা মোহগ্রস্ত অবস্থায় মানুষের মধ্যে যখন সাময়িক একাগ্রতা এসে যায় তখন তার চিত্তাণুপুঞ্জ ভাবিত বিষয়ের রূপ পরিগ্রহ করে । এই অবস্থায় সে তার মনের ভাবনাকে বাইরেও প্রত্যক্ষ করে । নির্জন স্থানে প্রেতের ভাবনা নিতে নিতে সে বাইরেও প্রেত দেখে । মনের ভাবনাকে বাইরে দেখার নাম দিতে পারি . ধনাত্মক ভ্রান্তি দর্শন (positive hallucination) I অনুরূপ ভাবে মনের

ভাবনায় বাইরের থাকা – বস্তু নেই বলেও মনে হ'তে পারে , একে বলতে পারি ঋণাত্মক ভ্রান্তি দর্শন (negative hallucination) । যারা বলে আমি ভুত দেখেছি তারা মিথ্যা বলে না , তাদের মনের ভ্রান্তি চাক্ষুষ হয়ে ওঠে । অভিভাবন সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরীণ হলে অনেক সময় নিজের সত্তাতেও প্রেত – ভ্রম হতে পারে । তখন সেই ব্যষ্টি এমন আচরণ করতে থাকে যা দেখে বাইরের লোক বলতে পারে অমুকের শরীরে প্রেতের ভর হয়েছে । ঠাকুর – দেবতার ভরও ঠিক এই ধরণের জিনিস ।

৩/৭ হিতৈষণাপ্রেষিতো হপবর্গঃ ।

Hitaes an apres ito pavargah .

ভাবার্থ : কর্ম সমাপ্তির পরে যে ফল প্রাপ্তি ঘটে থাকে তার পশ্চাতেও রয়েছে ব্রহ্মের হিতৈষণা । অন্যায় কর্মের শাস্তি মানুষকে অন্যায় কর্ম থেকে দূরে থাকতে শিক্ষা দেয় । সৎ কর্মের শুভ ফল মানুষকে শিক্ষা দেয় যে অসৎ কর্ম করলে এই ধরণের শুভ ফল আর পাব না ।

সূচীপত্র

৩/৮ মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষয়া সদ্গুরুপ্রাপ্তিঃ ।

Muktyákáunks ayá sadgurupráptih .

ভাবার্থ : —মানুষের মধ্যে যখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উগ্রভাবে জেগে ওঠে তখন সেই আকাঙ্ক্ষার শক্তিতেই সে সদ্গুরু লাভ করে থাকে ।

৩/৯ ব্রহ্মৈব গুরুরেকঃ নাপরঃ ।

Brahmaeva gururekah náparah

ভাবার্থ : –এক মাত্র ব্রহ্মই গুরু । তিনিই বিভিন্ন আধারের মাধ্যমে জীবকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়ে থাকেন । ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেউই গুরু পদবাচ্য নন ।

৩/১০ বাধা সা যুষমানা শক্তিঃ সেব্যং স্থাপয়তি লক্ষ্যে ।

Vádhá sá yusamáná shaktih sevyam sthapayati laksye .

ভাবার্থ : —সাধনামার্গে বাধা প্রকৃতপক্ষে মানুষের শত্রু নয় , মিত্রই — সে মানুষের সেবক । বাধার ফলেই বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলে , আর সেই চেষ্টাই সাধককে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয় ।

৩/১১ প্রার্থনার্চনা মাত্রৈব ভ্রমমূলম্ ।

Prárthanárcaná mátraeva bhramamu lam

ভাবার্থ : —ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা বৃথা কারণ যার যা প্রয়োজন তিনি তা দেবেনই , অর্চনা করা খোসামুদি করা ছাড়া আর কিছুই নয় ।

৩/১২ ভক্তির্ভগবদ্ভাবনা ন স্তুতির্নার্চনা ।

Bhaktirbhagavadbhávaná na stutirnárcaná .

ভাবার্থ : —একনিষ্ঠ ভাবে ভগবানের ভাবনা নেওয়ার নামই ভক্তি । ভগবানের স্তুতি গাওয়া বা বিভিন্ন উপাচারে অর্চনা করার সঙ্গে ভক্তি সম্বন্ধিত নয় । তবে ভক্ত ইচ্ছা করলে তা করতে পারে কিন্তু তা ভক্তি সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ নয় ।

সূচীপত্র

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

৪/১ ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টিমাতৃকা অশেষত্রিকোণধারা ।

Trigunátmiká srst'imátrká asheśatrikon adhárá .

ভাবার্থ :— পরমপুরুষে সত্ত্ব , রজঃ ও তমের বিভিন্ন ধারায় অজস্র রেখাকার তরঙ্গ বয়ে চলেছে । সত্ত্ব , রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক তরঙ্গধারা মিলিত হয়ে ত্রিকোণ বা ততোধিক কোণাত্মক বিভিন্ন যন্ত্রের সৃষ্টি হয়ে চলেছে । বহুভুজ যন্ত্রগুলিও স্বরূপ পরিণামের ফলে ক্রমশঃ ত্রিকোণযুক্ত ত্রিভুজে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে । এই ত্রিগুণাত্মিকা মাতৃকাশক্তি অশেষ ।

৪/২ ত্রিভুজে সা স্বরূপপরিণামাত্মিকা ।

Tribhuje sá svaru paparinamátmiká

ভাবার্থ : —এই ত্রিভুজে সত্ত্ব রজঃতে , রজঃ তমঃতে , তমঃ রজঃতে ও রজঃ সত্ত্বে সীমাহীন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে । তাদের এই রূপান্তরণকে বলে স্বরূপ পরিণাম ।

৪/৩ প্রথমা অব্যক্তে সা শিবানী কেন্দ্রে চ পরমশিবঃ ।

Prathamá avyakte sá shivánii kendre ca paramoshivah .

ভাবার্থ : — এই ত্রিভুজগুলির মধ্যবিন্দুসমূহ যে সূত্রে গ্রথিত সেই সূত্রই পুরুষোত্তম বা পরম শিব । এই ত্রিভুজগুলি যতক্ষণ শক্তিরুদ্ভিন্নতা নিৰন্ধন ভারসাম্য না হারাচ্ছে ততক্ষণ বলতে পারি ত্রিকোণাধারের প্রথমাবস্থা । এই প্রথমাবস্থাই প্রাক্

– সৃষ্টির অবস্থা , তাই তা সম্পূর্ণতই সৈদ্ধান্তিক অবস্থা। এই অবস্থার আধারস্রষ্ট্রী প্রকৃতি শিবানী বা কৌষিকী শক্তি নামে খ্যাত, আর তার সাক্ষী পুরুষ শিব নামে আখ্যাত হয়ে থাকে।

৪/৪ দ্বিতীয়া সকলে প্রথমোদ্গমে ভৈরবী ভৈরবাশ্রিতা ।

Dvitiiyá sakale prathamodgame bhaeravii bhaeraváshritá .

ভাবার্থ : —ত্রিভুজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে কোন একটি কোণ থেকে সৃষ্টির অঙ্কুর নির্গত হয় আর তা গুণভেদে সরল রেখাকারে অগ্রসর হতে থাকে । এই অবস্থাটি প্রকৃত পক্ষে ব্যক্ত পুরুষ ও ব্যক্তা প্রকৃতির অবস্থা । পুরুষ এখানে সগুণ কারণ প্রকৃতি এখানে নিজেকে ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছে । এই অবস্থাস্রষ্ট্রী প্রকৃতি ভৈরবী শক্তি নামে খ্যাতা ও সাক্ষী পুরুষের নাম ভৈরব । সূচীপত্র

৪/৫ সদৃশপরিণামেন ভবানী সা ভবদারা ।

Sadrshaparin'ámena bhaváníi sá bhavadárá .

ভাবার্থ : —অতঃপর শক্তিপ্রবাহে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ফলে দেখা দেয় বক্রতা , পুরুষভাবের গভীরতাও পেতে থাকে হ্রাস । এই অবস্থাতেই উদ্ভব হয় প্রথম কলার । প্রথম কলার অনুরূপ দ্বিতীয় কলা , দ্বিতীয়ের অনুরূপ তৃতীয় কলা — এই ভাবে কলাপ্রবাহ চলতে থাকে । এইভাবে কলানুবর্তনের নাম সদৃশ পরিণাম । এই সদৃশ পরিণামাত্মিকা তরঙ্গপ্রবাহেই সৃষ্ট হয় মানস জগৎ ও ভৌতিক জগৎ । এই কলানুবর্ত্তনের জন্যেই আমরা দেখি মানুষের সন্তান মানুষ , বৃক্ষের সন্তান বৃক্ষ । কলাগুলি সদৃশ কিন্তু হুবহু এক নয় , তাই পর পর দু'টি কলার পার্থক্য সম্যক্ রূপে অনুভূত না হলে যে সকল কলার পারস্পরিক দূরত্ব অধিক তাদের পার্থক্যও ধরা পড়ে । যাকে প্রত্যহ দেখা যায় তার শারীরিক পরিবর্ত্তন বোঝা না গেলেও পাঁচ বৎসর বয়সের কোন শিশুকে কুড়ি বৎসর পর পঁচিশ বৎসরের যুবক রূপে দেখার পর পার্থক্য অবশ্যই ধরা পড়ে । মানুষের সন্তান মানুষ হলেও দশ লাখ বৎসর আগেকার মানুষ আর আজকের মানুষে অনেক তফাৎ । প্রকৃত পক্ষে ব্যক্ত জগতের স্রষ্ট্রী এই কলাত্মিকা শক্তি । একে বলা হয় ভবানী শক্তি আর এর সাক্ষী পুরুষ ' ভব ' । ' ভব ' শব্দের অর্থ সৃষ্টি ।

৪/৬ শম্ভুলিঙ্গাৎ তস্য ব্যক্তিঃ ।

Shambhuliungát tasya vyaktih .

ভাবার্থ : —ত্রিকাণাধারে যে বিন্দু থেকে প্রথম ভৈরবীর স্ফূরণ বস্তুতঃ পক্ষে তখনই সৃষ্টির সৈদ্ধান্তিক থেকে বৈবহারিক বিকাশ । সৈদ্ধান্তিক – বৈবহারিকের এই যে সামান্য বিন্দু একেই বলা হয় শম্ভুলিঙ্গ । বস্তুতঃ এই শম্ভুলিঙ্গই সকল ধনাত্মিকতার মূল বিন্দু (fundamental positivity) । এই প্রারম্ভিক বিন্দুর পরে নাদ ও তার পরে কলার উদ্ভব ।

৪/৭ স্থূলীভবনে নিদ্রিতা সা কুণ্ডলিনী ।

Sthuliibhavane nidritá sá kund'alinii .

ভাবার্থ : —ব্যক্তীকরণের শেষবিন্দু যা ভবানী শক্তির শেষ প্রান্ত , শক্তিবিকাশের তা – ই চরমতম অবস্থা , শক্তির চরম জড়াবস্থা । এই জড় ভাবে নিদ্রিতা পরাশক্তি জীব ভাব আখ্যা নিয়ে সুষুপ্তাবস্থায় রয়েছে — এরই নাম কুলকুণ্ডলিনী ।

সূচীপত্র

৪/৮ কুণ্ডলিনী সা মূলীভূতা ঋণাত্মিকা ।

Kun'd'alinii sá muliibhutá rn'atmiká .

ভাবার্থ : –বিকাশের কেন্দ্রবিন্দুটিকে বলা হয় স্বয়ম্ভুলিঙ্গ । এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ পরম্ ঋণাত্মক বিন্দু আর তদাশ্রিতা কুণ্ডলাকারা প্রসুপ্তা শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তি । শম্ভুলিঙ্গ যদি হয় পরম ধনাত্মক ভাব তাহলে স্বয়ম্ভূলিঙ্গে আশ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীকে বলতে পারি পরম ঋণাত্মিকা শক্তি ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

৫/১ বর্ণপ্রধানতা চক্রধারায়াম্ ।

Varn'apradhánatá cakradhárayám .

ভাবার্থ : —আদিতে সুসংৰদ্ধ সমাজ - ব্যবস্থা যখন হয় নি সেই অবস্থার নাম দিতে পারি শূদ্র - যুগ , সবাই ছিল শ্রমজীবী । তারপর এল সর্দারদের যুগ — সাহসী শক্তিশালীদের যুগ , যাকে বলতে পারি ক্ষাত্রযুগ । তারপর এল ' ৰুদ্ধিজীবীদের যুগ , যাকে বলতে পারি বিপ্রযুগ ;

সর্বশেষে এল ব্যবসায়ীদের যুগ যার নাম বৈশ্যযুগ । বৈশ্য যুগের শোষণের ফলে বিপ্র , ক্ষত্রিয় যখন শূদ্রত্বে পর্যবসিত হয় তখন দেখা যায় শূদ্র - বিপ্লব । শূদ্রের দৃঢ়নিদ্ধ সমাজ না থাকায় তথা তাদের ৰৌদ্ধিক অল্পতা - নিৰন্ধন সমাজ - শাসন তাদের দ্বারা হয় না ; তাই শূদ্র বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব নেয় বৈশ্যোত্তর যুগে শাসন - ব্যবস্থা তাদের হাতেই আসে । এরা বীর , সাহসী ; তাই দ্বিতীয় বার ক্ষাত্র যুগের এরাই সূচনা করে । শূদ্র , ক্ষত্রিয় , বিপ্র , বৈশ্য , তারপর বিপ্লব , তারপর আবার দ্বিতীয় পরিক্রমণ । এভাবে সমাজ - চক্র ঘুরে চলেছে ।

৫/২ চক্রকেন্দ্রে সবিপ্রাঃ চক্রনিয়ন্ত্রকাঃ ।

Cakrakendre sadvipráh cakraniyantrakáh .

ভাবার্থ : —যে সকল নীতিবাদী আধ্যাত্মিক সাধক শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা পাপকে নিরস্ত করতে চান তারাই সদ্‌বিপ্র । চক্রপরিধিতে স্থান এঁদের নয় কারণ এঁরা করবেন চক্রের নিয়ন্ত্রণ , এঁরা চক্রের ধুরী বা প্রাণকেন্দ্র রূপে অধিষ্ঠিত থাকবেন । চক্র ঠিকই ঘুরে চলবে কিন্তু প্রাধান্যবশতঃ ক্ষত্রিয় যুগে ক্ষত্রিয় যদি শাসকের ভূমিকা থেকে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় , বিপ্রযুগে বিপ্র যদি

শোষকের ভূমিকা গ্রহণ করে অথবা বৈশ্য যুগে বৈশ্য যদি শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেক্ষেত্রে শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা সৎ ও শোষিত জনগণকে রক্ষা করা তথা অসৎ ও শোষকগণকে দমন করা এই সবিপ্রের ধর্ম ।

সূচীপত্র

৫/৩ শক্তিসম্পাতেন চক্রগতিবর্ধনং ক্রান্তিঃ ।

Shaktisampátena cakragativardhanam krántih .

ভাবার্থ ঃ — ক্ষত্রিয় যেখানে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে ক্ষত্রিয়কে দমন করে সবিপ্র বিপ্র যুগের প্রতিষ্ঠা করবে । স্বাভাবিকভাবে যখন বিপ্র যুগ আসা উচিত ছিল এতে শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা তার আগমন ত্বরান্বিত করা হ'ল । এই ভাবে যুগ পরিবর্তন করাকে বলা হবে ক্রান্তি (evolution) । স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন (natural change) থেকে ক্রান্তির তফাৎ এইকুই যে এতে শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা চক্রগতির বিবর্ধন ঘটে থাকে ।

৫/৪ তীব্রশক্তিসম্পাতেন গতিবর্ধনং বিপ্লবঃ ।

Tiivrashaktisampátena gativardhanam viplavah

ভাবার্থ : —অল্প সময়ের মধ্যে যদি কোন একটি বিশেষ যুগকে সরিয়ে দিয়ে পরবর্তী যুগের প্রতিষ্ঠা করা হয়

অথবা কোন যুগের বজ্রন্ধনকে ধ্বস্ত করবার জন্যে যদি অত্যধিক শক্তি সম্প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় সেক্ষেত্রে তৎ সংক্রান্ত পরিবর্তনকে বলা হয় বিপ্লব (revolution) |

৫/৫ শক্তিসম্পাতেন বিপরীতধারায়াং বিক্রান্তিঃ ।

Shaktisampátena vipariitadhárayám vikrántih .

ভাবার্থ : —শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা যদি কোন একটি যুগকে তার পশ্চাতের যুগে ফিরিয়ে আনা যায় সেক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনকে বলা হয় বিক্রান্তি (counter - evolution) । বিপ্রযুগের পরে ক্ষত্রিয় যুগের প্রতিষ্ঠাকে বলব বিক্রান্তি । এই বিক্রান্তি অত্যন্ত অল্পস্থায়ী হয় , অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প কাল পরেই পুনরায় তার পরের যুগ বা তারও পরের যুগ ফিরে আসে । অর্থাৎ বিপ্র যুগের পরে হঠাৎ যদি ক্ষত্রিয় যুগের বিক্রান্তি ঘটানো যায় সেক্ষেত্রে সেই ক্ষত্রিয় যুগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না । অল্পকাল পরেই বিপ্রযুগ বা স্বাভাবিক গতিধারার হিসাব অনুযায়ী বৈশ্য যুগ ফিরে আসবে ।

৫/৬ তীব্রশক্তিসম্পাতেন বিপরীতধারায়াং প্রতিবিপ্লবঃ ।

Tiivrashaktisampátena vipariitadhárayam ' prativiplavah

ভাবার্থ: — অনুরূপ ভাবে যদি খুব অল্প সময়ে বা অধিক শক্তি সম্প্রয়োগের দ্বারা যদি কোন যুগকে পিছিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলব প্রতিবিপ্লব (countrer - revolution) । বিক্রান্তির তুলনায় প্রতিবিপ্লৰ আরও ক্ষণস্থায়ী ।

সূচীপত্র

৫/৭ পূর্ণাবর্ত্তনেন পরিক্রান্তিঃ ।

Pu'rn'ávarttanena parikránitih .

ভাবার্থ : —সমাজ - চক্র পূর্ণ মাত্রায় একবার ঘুরে গেলে অর্থাৎ এক বার শূদ্র - বিপ্লব ঘটে গেলে তাকে বলব সমাজচক্রের পরিক্রান্তি ।

৫/৮ বৈচিত্র্যং প্রাকৃতধর্মঃ সমানং ন ভবিষ্যতি ।

Vaecitrayam ' prákrtadharmah samánam na bhavisyati

ভাবার্থ : —বৈচিত্র্যই প্রকৃতির ধর্ম । সৃষ্ট জগতের কোন দু'টি বস্তুই হুবহু এক নয় , —দু'টি শরীর এক্ নয় , দু'টি মন এক নয় , দু'টি অণু বা পরমাণু এক নয় । এই বৈচিত্র্যও প্রকৃতির স্বভাব । যদি কেউ সব কিছুকে সমান করতে চায় সেক্ষেত্রে প্রাকৃত ধর্মের বিরোধিতা করায় অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে । সব কিছু সমান কেবল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় , তাই যারা সব কিছুকে সমান করার কথা ভাবে তারা সব কিছুকে ধ্বংস করার কথাই ভাবে ।

৫/৯ যুগস্য সর্বনিম্নপ্রয়োজনং সর্বেষাং বিধেয়ম্ ।

Yugasya sarvanimnaprayojanam sarves ám vidheyam .

ভাবার্থ : – ' হরর্মে পিতা গৌরী মাতা স্বদেশঃ ভুবনত্রয়ম্ । ' তাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি সম্পদ প্রতিটি মানুষের সাধারণ সম্পত্তি , কিন্তু বিশ্বের কোন কিছুই ষোল আনা সমান হতে পারে না । তাই মানুষের যা সর্বনিম্ন প্রয়োজন তার ব্যবস্থা সবাইকার জন্যেই করতে হবে অর্থাৎ অন্ন , বস্ত্র , চিকিৎসা , বাসগৃহ , শিক্ষা এগুলির ব্যবস্থা সবাইকার জন্যেই করা অবশ্য কর্তব্য । মানুষের এই সর্বনিম্ন প্রয়োজন আবার যুগে যুগে পাল্টে যায় ।

যানবাহন হিসেবে কোন যুগে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হয়তো একটা বাইসাইকেল , আর কোন যুগে হয়ে দাঁড়াবে একটা এরোপ্লেন । যে যুগের মানুষের যেটা সর্বনিম্ন প্রয়োজন সেটার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে ।

সূচীপত্র

৫/১০ অতিরিক্তং প্রদাতব্যং গুণানুপাতেন ।

Atiriktam pradátavyam gunánupátena

ভাবার্থ : —যুগের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মিটিয়ে যে সম্পদ অতিরিক্ত থাকবে তা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যষ্টিদের মধ্যে গুণানুপাতে বণ্টন করে দিতে হবে । যে যুগে একটি সাধারণ মানুষের প্রয়োজন একটি বাইসাইকেল সে যুগে একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন একটি মোটরগাড়ী । গুণকে সমাদর দেবার জন্যে তথা গুণীকে সমাজসেবার অধিকতর সুযোগ দেবার জন্যে তাকে মোটরগাড়ী দিতে হবে । “ Serve according to your capacity and earn according to your necessity " এ কথাটা শুণতে ভাল কিন্তু পৃথিবীর কঠোর মৃত্তিকায় এর কোন ফসল ফলবে না ।

৫/১১ সর্বনিম্নমানবর্দ্ধনং সমাজজীবলক্ষণম্ ।

Sarvanimnamá navardhanam ' samájajiivalaks anam .

ভাবার্থ :— মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের স্থিরীকৃত যা মান তার তুলনায় গুণীরা কিছু অধিক সুযোগ পাবেই , কিন্তু এই সর্বনিম্ন মানটিকেও ওপরে তোলার চেষ্টা সীমাহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে । জনসাধারণের প্রয়োজন একটি বাইসাইকেল আর গুণীদের একটি মোটরগাড়ী , কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যাতে জনসাধারণকেও একটি করে মোটরগাড়ী দেওয়া যায় । প্রত্যেককে একটি মোটরগাড়ী দেবার পর হয়তো দেখা যাবে , গুণীদের জন্যে একটি করে এরোপ্লেনের প্রয়োজন । গুণীদের প্রত্যেককে একটি করে এরোপ্লেন দেবার পরে সর্বনিম্ন মানকেও ঊর্ধ্বগতি করে জনসাধারণকেও একটি করে এরোপ্লেন দেবার চেষ্টা করতে হবে । এভাবে সর্বনিম্ন মানকেও ওপরে তোলার চেষ্টা অশেষভাবে করে যেতে হবে আর এই চেষ্টার ওপরই নির্ভর করবে মানুষের জাগতিক ঋদ্ধি ।

৫/১২ সমাজাদেশেন বিনা ধনসঞ্চয়ঃ অকর্তব্যঃ ।

samájádeshena viná dhanasaincayah akartavyah .

ভাবার্থ : –এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলের যৌথ সম্পত্তি । এর ভোগ দখলের অধিকার সকলের আছে , কিন্তু অপব্যয়ের

অধিকার কারো নেই । কোন ব্যষ্টি যদি অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় করে সেক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবেই সমাজের অন্যান্যদের সুখ - সুবিধা খর্ব করে থাকে । তার আচরণ প্রত্যক্ষ ভাবেই সমাজবিরোধী ; তাই সমাজের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যষ্টিকেই সম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া উচিত নয় ।

সূচীপত্র

৫/১৩ স্থূলসূক্ষ্মকারণেষু চরমোপযোগঃ প্রকর্তব্যঃ বিচারসমর্থিতং বণ্টনঞ্চ ।

Sthu lasuks makáran'eśu caramopayogah prakartavyah vicárasamarthitam van't ' anainca .

ভাবার্থ : — স্থূল জগতে , সূক্ষ্ম জগতে ও কারণ জগতে যা কিছু সম্পদ নিহিত আছে তার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে জীব - কল্যাণে । ক্ষিতি - অপ্ - তেজ - মরুৎ - বোম পঞ্চ তত্ত্বের যেখানে যা - কিছু লুকানো সম্পদ রয়েছে তার ষোল আনা সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এর উৎকর্ষ সাধিত হবে । জল - স্থল - অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে মানুষকে প্রয়োজনের উপাদান খুঁজে বের করে নিতে হবে — তৈরী করে নিতে হবে ।

মানুষের আহৃত সম্পদ বিচারসম্মত ভাবে মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে অর্থাৎ সর্বনিম্ন প্রয়োজন সবাইকার তো মিটাতে হবেই , অধিকন্তু গুণীর ও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ মানুষেরও প্রয়োজনের কথা মনে রাখতে হবে ।

৫/১৪ ব্যষ্টিসমষ্টিশারীরমানসাধ্যাত্মিকসম্ভাবনায়াং চরমোঽপযোগশ্চ ।

Vyas't ' isamas ' t'isháriiramánasádhyátmika sambhávanáyám caramo'payogashca .

ভাবার্থ : — সমষ্টি - দেহের , সমষ্টি - মানসের তথা সমষ্টিগত আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে হবে । সমষ্টির কল্যাণ ব্যষ্টিতে আর ব্যষ্টির কল্যাণ সমষ্টিতে — একথা ভুললে চলবে না । উপযুক্ত খাদ্য , আলো , বাতাস , বাসগৃহ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যষ্টিদেহের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা না করতে পারলে সমষ্টিদেহের কল্যাণ হতে পারে না । তাই সমষ্টিদেহের কল্যাণ কামনায় প্রেষিত হয়েই ব্যষ্টির কল্যাণ করতে হবে । প্রতিটি ব্যষ্টির উপযুক্ত সমাজ - ৰোধ , সেবা - ৰোধ তথা জ্ঞান জাগাবার চেষ্টা না করলে সমষ্টিরও মানসিক বিকাশ হতে পারে না । তাই সমষ্টি মানসের কল্যাণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যষ্টিমানসের কল্যাণ করতে হবে ।

ব্যষ্টির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা তথা আধ্যাত্মিকতাকেন্দ্রিক নৈতিকতা না থাকলে সমষ্টির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে , তাই সমষ্টি – কল্যাণের খাতিরেই ব্যষ্টির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জাগাতে হবে । গোনা দু ' – পাঁচটি শক্তিশালী লোক , দু ' – পাঁচটি পণ্ডিত বা ৰুদ্ধিমান্ মানুষ অথবা দু'পাঁচটি আধ্যাত্মিক সাধক থাকলে তা সমগ্র সমাজের প্রগতি সূচিত করে না । প্রতিটি ব্যষ্টির মধ্যেই শরীরে , মনে , আত্মায় অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে । সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতেই হবে ।

সূচীপত্র

৫/১৫ স্থূলসূক্ষ্মকারণোঽপযোগাঃ সুসন্তুলিতাঃ বিধেয়াঃ ।

Sthu lasuks makáran'o'payogáh susantuliták vidheyah .

ভাবার্থ : —ব্যষ্টি ও সমষ্টিদেহের কল্যাণ – সাধনায় এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে শারীরিক , মানসিক , আধ্যাত্মিক তথা স্থূল , সূক্ষ্ম ও কারণ এ তিনের মধ্যেই একটি সুসামঞ্জস্য থাকে । যেমন প্রতিটি মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব সমাজের কিন্তু সমাজ যদি এই

দায়িত্বের প্রেরণায় প্রেষিত হয়ে প্রত্যেকের গৃহে অন্ন প্রেরণের ব্যবস্থা করে , প্রত্যেকের জন্যে গৃহ নির্মাণ করিয়ে দেয় , সেক্ষেত্রে ব্যষ্টির কর্ম প্রচেষ্টায় ভাটা পড়বে — সে ক্রমশঃ অলস হয়ে পড়বে । তাই সর্বনিম্ন প্রয়োজন মেটাতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন নিজ সামর্থ্যমত পরিশ্রম – বিনিময়ে মানুষ যাতে সেই অর্থ উপার্জন করতে পারে সেই ব্যবস্থাই সমাজকে করতে হবে ও মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের মানোন্নয়ন করতে হলে মানুষের ক্রয় – ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়াই হবে তার প্রকৃষ্ট উপায় ।

সামঞ্জস্য বিধান বলতে আরও ৰোঝায় যে যে মানুষ শরীর , মন ও আত্মা তিন দিক দিয়েই উন্নত তার কাছে থেকে সেবা নেবার বেলায় সমাজ একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি মেনে চলবে । যার শারীরিক , বৌদ্ধিক অথবা আধ্যাত্মিক একটা শক্তিই প্রকট ভাবে আছে সমাজ তার কাছ থেকে সেই প্রকার সেবাই নেবে । যার শারীরিক ও বৌদ্ধিক দু'টো শক্তিই যথেষ্ট , সমাজ তার কাছ থেকে অধিক পরিমাণে ৰৌদ্ধিক ও অল্প পরিমাণে শারীরিক সেবা নেবার একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি মেনে চলবে , কারণ বৌদ্ধিক শক্তি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও দুষ্প্রাপ্য । যার শারীরিক , মানসিক ও আধ্যাত্মিক তিন শক্তিই আছে সমাজ তার কাছ থেকে অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক , অল্প পরিমাণে ৰৌদ্ধিক ও অত্যল্প

পরিমাণে শারীরিক সেবা নেবে । সমাজ কল্যাণে সব চেয়ে বেশী সেবা করতে পারেন তাঁরা যাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে , তার পরেই পারেন তাঁরা যাঁদের ৰৌদ্ধিক শক্তি আছে । যাঁদের শারীরিক শক্তি আছে তাঁরা যদিও তুচ্ছ নন তাহলেও তাঁরা নিজেরা কিছু করতে পারেন না । তাঁরা যা করেন তা করেন আধ্যাত্মিক ও ৰৌদ্ধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যষ্টিদের নির্দেশ মত পরিশ্রম করে । তাই সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভার শারীরশক্তিপ্রধান ব্যষ্টিদের হাতে থাকা উচিত নয় , সাহসপ্রধান ব্যষ্টিদের হাতেও থাকা উচিত নয় , ৰুদ্ধিপ্রধান ব্যষ্টিদের হাতেও থাকা উচিত নয় , বিষযৰুদ্ধি প্রধান ব্যষ্টিদের হাতেও থাকা উচিত নয় — থাকা উচিত তাঁদের হাতে যাঁরা একাধারে আধ্যাত্মিক সাধক , ৰুদ্ধিমান ও সাহসী ।

সূচীপত্র

৫/১৬ দেশকালপাত্রৈঃ উপযোগাঃ পরিবর্তন্তে তে উপযোগাঃ প্রগতিশীলাঃ ভবেয়ুঃ ।

Deshkálapátraeh upayogáh parivarttante te upayogáh pragatishiiláh bhaveyuh .

ভাবার্থ : —কোন জিনিসের কোন্‌টা যথার্থ ব্যবহার তা দেশ কাল – পাত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হয় । যারা এই সহজ নীতিটা বুঝতে পারে না তারা পুরাতনের কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে থাকতে চায় , আর তাই তারা জীবিত সমাজে বাতিল হয়ে যায় । ক্ষুদ্র নেশন ৰোধ , অঞ্চল – ৰোধ , কুল – গরিমা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি মানুষকে এই মূল তত্ত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় , আর তাই তারা সহজ সত্যকে অকপটে স্বীকার করতে পারে না । ফলে নিজের দেশের ও দশের অবর্ণনীয় ক্ষতি করে দিয়ে তারা যবনিকার অন্তরালে সরে যেতে বাধ্য হয় ।

দেশ – কাল – পাত্রানুযায়ী সব কিছুর ব্যবহারেই পরিবর্তন আসবে এটা মানতেই হবে , আর এটাকে মেনে নিয়ে প্রতিটি বিষয়ের তথা প্রতিটি ভাবের ব্যবহারে প্রগতিশীল হতে হবে । একজন শক্তিশালী ব্যষ্টি আজ যে শক্তি নিয়ে একটি বিরাটকায় হাতুড়ি চালাচ্ছে , বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তার সেই শক্তিকে কেবলমাত্র একটি হাতুড়ি চালাবার কাজে ব্যয়িত না করে এক সঙ্গে একাধিক হাতুড়ি চালাবার কাজে লাগাতে হবে , অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রগতিশীলতার ভাব নিয়ে মানুষের শক্তি থেকে ক্রমশঃ অধিক থেকে অধিকতর সেবা আদায় করতে হবে । উন্নত বিজ্ঞানের যুগে অবনত বিজ্ঞানের যুগের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা

প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয় । উন্নত প্রকারের যন্ত্রপাতি তথা প্রগতিশীল ভাবধারায় সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণের ব্যবহারের ফলে সমাজে যে ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা দেখা দিতে পারে বা দেখা দেবে সাহসের সঙ্গে সে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে ও সংগ্রামের দ্বারা নিজেকে জয়যুক্ত করে ' এগিয়ে ' চলতে হবে জীবনের সার্বভৌম চরিতার্থতার পথে ।

প্রগতিশীল উপযোগতত্ত্বমিদং সর্বজনহিতার্থং সর্বজনসুখার্থং প্রচারিতম্ ।

(আষাঢ়ী পূর্ণিমা –১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)

সমাপ্ত

**********X**********

ঘোষণা

আধ্যাত্মিক সাধনা তথা পথনির্দেশনা লাভ করার সুযোগ ও অধিকার নারী – পুরুষ, জাত পাত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমান হওয়া উচিত। এই সাধনা বিজ্ঞান পরমার্থের সন্ধান দেয় । যা পরমার্থের সন্ধান দেয় তা কখনোই অর্থকারী ব্যবসায়

লাগানো উচিত না। আনন্দমার্গের সন্ন্যাসী / সন্ন্যাসীনীদের কাছ থেকে যে কোন মানুষ এই সাধনা বিজ্ঞান বিনামূল্যে অনায়াসে শিখতে পারেন।

সাধনা হলো মানস-আধ্যাত্মিক অনুশীলন। বেয়াম হল শারীরিক অনুশীলন। যদি কেউ ব্যায়াম শিখে তা অনুশীলন না করে তাহলে তার কিছুই লাভ হয় না। ঠিক তেমনি সাধনা শিখে যদি কেউ তা নিয়মিত অনুশীলন না করে তবে তার কিছুই লাভ হবে না।

মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হল অনন্ত সুখ তথা আনন্দ লাভ করা। সাধনা'ই হলো একমাত্র উপায় যার দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

সূচীপত্র